যুগান্তর

তারিখ 22 MAY 2009
পৃষ্ঠা [illegible]

যৌন হয়রানি বন্ধে সব প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাঙ্গনে কমিটি হচ্ছে

হাইকোর্টের রায় কার্যকর করার উদ্যোগ

মিজান মালিক

কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি বন্ধে হাইকোর্টের দেয়া রায় ও নির্দেশনা অনুযায়ী সব সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ৩-৫ সদস্যের যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হচ্ছে। এ কমিটিতে নারী সদস্যের পাশাপাশি পুরুষ সদস্যরাও থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে ভুক্তভোগী নারী বা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুক্তভোগী ছাত্রীরা যৌন নিপীড়নকারী পুরুষের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে অভিযোগ দেয়ার পর প্রতিরোধ কমিটি সে বিষয়ে তদন্ত করবে। তদন্তকালে অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত দু'জনের বক্তব্যই নেয়া হবে।

কমিটি : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

কমিটি : বন্ধে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

পরে যদি দেখা যায় অভিযোগ গুরুতর বা শারীরিকভাবে নির্যাতনের পর্যায়ে তাহলে সে বিষয়ে কমিটির পক্ষ থেকেই থানায় এজাহার দায়ের করা হবে। ভুক্তভোগী নারী হবেন মামলার বাদী। তবে আনীত অভিযোগ যদি গুরুতর না হয় অর্থাৎ কারও কোন আচরণ বা উক্তির দ্বারা কোন নারীর মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রাথমিকভাবে সতর্ক করে দেয়া হবে। প্রয়োজনে প্রসঙ্গটি নোটিশ আকারে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অবহিত করা হবে। তবে এসব কার্যক্রম শুরু করতে আরও এক মাস সময় লাগতে পারে বলে জানিয়েছেন এ সংক্রান্ত রিট মামলার বাদী অ্যাডভোকেট ফৌজিয়া করিম।

তিনি জানান, হাইকোর্টের লিখিত রায় হাতে পেতে মাসখানেক সময় লাগবে। তবে ১৪ মে হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছেন সে আলোকে কিছু কিছু কার্যক্রম শুরু হয়েছে। হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়, পথে-ঘাটে বা পাড়া-মহল্লায় অচেনা মেয়েদের সুন্দরী বলে টিজ করা যাবে না। ই-মেইল, এসএমএস বা ফোনে বিরক্ত করা যাবে না।

যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধে একটি নীতিমালা তৈরি করে হাইকোর্টের দেয়া রায়ে বলা হয়, এ বিষয়ে সংসদে কোন আইন তৈরি না হওয়া পর্যন্ত হাইকোর্ট বিভাগের এ রায়কে আইনের মতো মেনে চলতে হবে।

এদিকে হাইকোর্টের রায়ের পর এখন পর্যন্ত কোন অভিযোগ পাওয়া গেছে কিনা জানতে চাইলে বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এলিনা খান যুগান্তরকে বলেন, তার জানা মতে, গত ৭ দিনে কর্মক্ষেত্রে কোন নারীর যৌন হয়রানির কোন অভিযোগ আসেনি। তিনি জানান, হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী ৩-৫ সদস্যের কমিটি গঠিত হলে সেই কমিটির কাছে অভিযোগ জমা পড়বে। তবে নারী নির্যাতন আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া স্বাভাবিক রয়েছে।

বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির সভানেত্রী ও রিট মামলা দায়েরকারী অ্যাডভোকেট ফৌজিয়া করিম যুগান্তরকে বলেন, এ রায়টা মূলত কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বেশি কার্যকর হবে। তিনি জানান, এ রায়ের পরদিন হাইকোর্ট জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানির বিষয়ে আরও একটি রায় দেন। এ রায়েও আগের দিনের রায়ের আলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিপীড়নের ঘটনা তদন্তের জন্য বলা হয়।

তবে হাইকোর্ট ১৪ মে যে আলোচিত রায় দিয়েছেন তা আইন নয়, নির্দেশনা। এ নির্দেশনা মানতে সরকারও বাধ্য। ফৌজিয়া করিম বলেন, সব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি রোধে যে কমিটি হবে সেগুলোর কার্যক্রম মনিটরিং করবে মহিলা আইনজীবী সমিতি। কমিটির কার্যক্রম নিয়ে সমিতি একটি প্রতিবেদন তৈরি